: প্রথম পরিচ্ছেদ :

ব্যঙ্গ - সাহিত্যের অঙ্কুরের যুগ ॥

অার সকল সাহিত্যের মতই ব্যঙ্গ- সাহিত্যেরও কারবার জীবন নিয়ে । বস্তুত: সাহিত্য বলতে যে জিনিসটি আমরা বুঝি মানবজীবন তার আশ্রয় , যদিও শিল্পসৃষ্টি বলতে তার হুবহু বা নিখুঁত অনুকরণ বোঝায় না । সাহিত্যের যে নানা শ্রেণীভেদ , তারাও জীবনেরই এক একটি বিশেষ দিককে — বিশেষ উপলব্ধি বা চেতনাকে একেকটি বিশেষরূপের মধ্যে প্রকাশ করবার জন্য । নৃত্যের মধ্যে একেকটি মুদ্রা যেমন একেকটি বিশেষ কথা বলে থাকে , এবং সমগ্রভাবে সমস্ত মুদ্রাভঙ্গীগুলি নিয়েই যেমন একেকটি বিশেষ নৃত্যের সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা — সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাগুলোও তেমনই একেকটি বিশেষ দিককে ব্যক্ত করে থাকে । চরম বা বিশুদ্ধ আদর্শের দিক থেকে সাহিত্যের আদর্শ বলতে আমরা বুঝি আনন্দ দান । রসপিপাসুর চিত্তকে নির্মল আনন্দরসে অভিষিক্ত করাই তার কাজ । ব্যঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই বিশেষ সত্যটি অস্বীকার করবার নয় । কিন্তু আনন্দদানের এই বিশুদ্ধ আদর্শ থেকে একেবারে ভ্রষ্ট না হয়েও ব্যঙ্গ একেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন সাধন করে থাকে । তাকে আমরা বলতে পারি সামাজিক সংস্কার ।[১]

ভালো এবং মন্দ এই দুই নিয়েই মানুষ । দোষে গুণে ভরা এই বিচিত্র পৃথিবী । দেশকাল-ভেদে এর কোন ব্যতিক্রম নেই । তথাপি মানুষ চিরকাল তার দোষ-টুকুই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আরো — ভালোর দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছে । তার স্বভাবের যে- দিকটার প্রাগৈতিহাসের জন্তুর মত অন্ধকার , যেখানে তার দোষকলুষ, পাপ-প্রমাদ , মোহ-ভ্রান্তি, দুর্বলতা- বিচ্যুতি ও আতিশয্য- অসম্পূর্ণতা — সেখানে আঘাত হেনে হেনে নিজেকে শুদ্ধ করে তুলতে চেয়েছে । ভালো হবার প্রেরণায় যে সমাজ গড়েছে, সুস্থ হবার তাগিদে সে সভ্যতা গড়েছে । তার উজ্জ্বলতায় চরিত্রকে শুভ্র করবার প্রেরণায় যে শান দিয়েছে শিক্ষার পালিশে , তার

১। ত্রৈলোক্যনাথের শ্রেষ্ঠগল্পের ভূমিকা — প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সমালোচক প্রমথনাথ বিশী বলেন
পাবলিশার্স

চিন্ময়-দর্শন

চিন্ময়-দর্শে, যুক্তি ও বুদ্ধিতে। এই যে ভালো হবার চেষ্টা, ভালো করবার আয়াস — এর পিছনেই আছে একটি সংস্কারাত্মকচেতনা, সোজাকথায় যাকে বলে শুভবুদ্ধি।

শুভবুদ্ধি বা সংস্কারাত্মকচেতনা একালের মত সেকালেও ছিল। আর এই চেতনা থেকেই ব্যঙ্গ-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে বলা যায়। ব্যঙ্গের মূল প্রেরণায় হয়ত রঙ্গ করার প্রবৃত্তি আছে। মজা করবার ঝোঁক। ব্যঙ্গের উদ্দিষ্ট পাত্রকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা পরিহাসের প্রবণতা। কৌতুকবৃত্তিসম্পন্নদের সহজাত। অন্যায় কুৎসিত আকৃতি, বিকৃত অঙ্গ-ভঙ্গিমা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহার বা ঘটনা উপলক্ষ করে স্বভাবতঃ মানুষের কৌতুকরস সৃষ্টি হয়ে থাকে। ব্যঙ্গ-সাহিত্যের উৎস হচ্ছে মানুষের সেই চিরকালীন ব্যঙ্গ-স্বভাব। সাহিত্যের তখন হয়তো নামই শোনা যায় নি, এমন কোনো সম্ভাবনার অঙ্কুরও জাগেনি, সেই প্রাচীনযুগে মানুষ যখন রীতিমত অসভ্য ও উচ্ছৃঙ্খল, সেই যুগে মানুষের ব্যঙ্গ-স্বভাব ছিল অমার্জিত। পরাজিত শত্রুদের বন্দী করে এনে আনন্দোন্মত্ত মানুষগুলো যখন তার চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করত, তার উদ্দেশে বিকৃত অঙ্গভঙ্গী-সহকারে ও অমার্জিতভাবে ছড়া কাটত, তখন তার মধ্যে যে-সংস্কারচেতনা কিছু ছিল না, সে কথা বলাই বাহুল্য। সেগুলির মধ্যে ছিল অশালীন রুচির স্থূলতা। এদের আমরা অর্বাচীন গালাগালি, রাগ-রঙ্গ, ইয়ার্কি-রসিকতার অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মানুষের এই ব্যঙ্গ-স্বভাবেই পরবর্তী-কালের ব্যঙ্গসাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনা লুকান ছিল।

সকল জিনিসেরই প্রত্যক্ষে চরম হবার আগের একটা স্তর আছে। মাটিতে অঙ্কুরোদ্গমের পূর্ববর্তীকালের একটি অধ্যায় আছে। তখনো সুপ্ত বীজের মধ্যে থাকে সেই সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি। ব্যঙ্গ-সাহিত্য-ব্যাপারেও সেই কথা। এইসব অর্বাচীন কৌতুক-হাসি-রসিকতার মধ্যেই আত্মগোপন করেছিল ভাবীকালের ব্যঙ্গ-সাহিত্যের রূপ-সম্ভাবনা। তারপর ধীরে ধীরে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নীতি আদর্শ ও জীবনচেতনার বিকাশের ফলে মানুষের মনে যখন সংস্কার-চেতনা ও শুভবুদ্ধি জেগেছে, তখন ধীরে ধীরে তার প্রয়োজনে সে তার এই স্বভাবকে বিশেষ মনোদর্শকে কাজে লাগিয়েছে। জান্তব উল্লাসের নির্মমতা নিয়ে আদিম-দিনের মত নয়, খানিকটা বিচারবোধ নিয়ে সে 'ব্যঙ্গ' নাম অস্ত্রটি প্রয়োগ

করেছে। লক্ষ্য করতে হবে, যে বিশেষজাতীয় সাহিত্যশাখা আমাদের আলোচিতব্য তা স্থির এখনও রূপ ধরে দাঁড়িয়ে ওঠেনি, তবে একটা সম্ভাবনা-লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই যুগকে আমরা অঙ্কুরোদ্গমের কাল বলতে পারি। পরবর্তীযুগে গ্রীসে বা রোমে প্রাথমিক ব্যঙ্গ-কাব্যের সৃষ্টি হবে। এ যুগে শুধু তার একটা আভাস দেখা গেল মাত্র।

ব্যঙ্গ-সাহিত্যের ইংরাজি অভিধা Satire. শব্দটি এসেছে রোমান শব্দ Saturae থেকে। দ্রাক্ষা-সংগ্রহের আনন্দের দিনে বা মাঠের শস্যগৃহে আনার দিনে প্রাচীন ইতালির সকল সহজ অধিবাসীবৃন্দ যে-উৎসব করতেন, উচ্ছ্বাস-উল্লাস, রসিকতা-পরিহাস, আমোদ-তামাসার ব্যবস্থা তাতে ছিল প্রচুর। এমনটি প্রায় সবদেশেই ঘটে। উৎসব উপলক্ষে একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের আবেগোচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটাই স্বাভাবিক। এদের মধ্যে সাধারণ মানুষের প্রাণ-মন ও আত্মার উল্লাস মুক্তি পায়। ইতালিতেও উৎসব-উপলক্ষে রচিত হত নানা ছড়া ও গান। নানা দলের মানুষ নানা ছড়া বানিয়ে, কৌতুক উল্লাস ও আমোদ প্রমোদ করে আনন্দ উপভোগ করত। ছড়ামিশ্রিত এইসব নানা গান ও আমোদ প্রমোদগুলিকে রোমানভাষায় একত্রে বলা হত Saturae — বাংলায় যার অর্থ করা যেতে পারে 'নানাবিষয়ক'। এই 'Saturae' থেকেই 'Satire' শব্দটির সৃষ্টি।

Saturae-ছাড়াও প্রাচীন গ্রীসের Satyre-play গুলোর কথাও এই প্রসঙ্গে মনে আসে। এখানেও সেই উৎসবের ব্যাপার। এই উৎসবের নাম ছিল Dionysia' উৎসবের নামকরণের মূলে ছিলেন Dionysus-নামে এক গ্রীক-দেবতা। এই উৎসব-উপলক্ষে মদ্যপানের রীতি প্রচলিত ছিল। আর ছিল নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা। স্বৈরাচারী গ্রীক শাসক Peisistratus ৫৩৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই Great Dionysia 'উৎসবের সূচনা করেছিলেন, যার বিশিষ্ট অঙ্গই ছিল নাট্যানুষ্ঠান। কৌতুকের প্রাধান্যই এগুলিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। প্রাচীন পুরাণ কাহিনীর কোনো কৌতুককর অংশ বিশেষকে বেছে নিয়ে তাতে আরও কৌতুক সৃষ্টির উপাদান মিশিয়ে এগুলি তৈরী হত — যাতে দর্শক ও শ্রোতাদের সকল করে হাসান যায়। কৌতুকের হাসিতে — ইংরাজিতে যাকে Grotesque -পর্যায়ে ফেলা যায় — মাঝে মাঝে কখনও বিদ্রূপের সুর বাজত। পরবর্তীকালে গ্রীসের Early Comedy গুলো সৃষ্টির মূলে Satyre Play গুলোর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। প্রাচীন রোমের Fescennini Verse

গুলোও ব্যঙ্গ-উপকরণে পরিপূর্ণ। এইসব গানগুলো অনেকটাই শালীনতাবিরোধী স্থূলরুচিকে পরিতৃপ্ত করত। Cassel's Encyclopaedia - তে এ-সম্পর্কে বলা হয়েছে - 'Fescenninni Verses, in ancient ~~Encyclopaedia~~ Rome, a name applied to ribald Wedding songs and scurrilous dialogues between revelling peasants .... The genre is important as a possible forbear of drama and satire."

প্রাচীনযুগের Fable গুলোতেও ব্যঙ্গের প্রাথমিক লক্ষণ মাঝে মাঝে পরিস্ফুট হতে দেখা গিয়েছে। Fable বলতে আমরা বুঝি নীতিকথার গল্প। এগুলি সংক্ষিপ্ত কল্পিত ছোট কাহিনী। চরিত্রগুলো জীবজন্তু বা পশুপাখি হলেও মানুষের গলায় কথা বলতে পারে। তাদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যও ক্ষুণ্ণ করা হয় না। এই Fable গুলোতে অঙ্কিত পশুপাখির চরিত্র, স্বভাব-প্রকৃতি সবকিছুই মানবচরিত্রের গভীরতর অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত এইসব নীতিকথার গল্প। কিন্তু শুধু শিশুপাঠ্য হওয়াতেই যে এদের একমাত্র গৌরব তা বলা চলেনা, ব্যঙ্গের উদ্দেশ্যও তাতে চরিতার্থ হয়েছে অনেকটাই। Aesop- এর কিছু কিছু গল্প বা প্রাচীন ভারতীয় কথা-সরিৎ-সাগর বা জাতকের গল্পে ব্যঙ্গ-চতুর ইঙ্গিত মেলে। উদাহরণতঃ Aesop- এর "The frogs who chose a King " গল্পটির কথা সহজেই মনে আনা যায়। Encyclopaedia - কৃত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে তার সুস্পষ্ট সমর্থন মেলে ঃ "During the reign of Peisistratus he (Aesop) is said to have visited Athense, on which Occassion he related the fable of the frogs asking for a King , to dissuade the citizen from changing Peisistratus."2 . বলা যায়, স্বৈরাচারীর উদ্দেশ্য-সাধনে যে ছলের অভাব হয়না, এ শিক্ষাটি আমরা কি The wolf and the lamb গল্পে পাইনি ? প্রাচীন ভারতীয় গল্পের বাঘের গলায় হাড় বার করে দিতে গিয়ে বকের যে দুর্গতি, সিংহচর্মাবৃত গর্দভের জীবনে যে চরম পরিণতি, সোনার ডিম-দেওয়া হাঁসের মালিকের যে অপদার্থতা — তার সবগুলিতেই ব্যঙ্গ-ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে।

ফাবলোজাতীয় রচনা পাওয়া যায় ফরাসীদেশে। দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীকালের মধ্যে তাদের সৃষ্টি। Fable গুলোর অনেক পরে এই জাতীয় রচনাতেও আমোদ-প্রমোদই ছিল মুখ্য প্রেরণা, তথাপি কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মকতাও

২। Ency. Brit. Vol.1. P. 263.

এতে অনেক পরিমাণে চরিতার্থ হয়েছে। এগুলোতে ছিল নারী, ধর্মযাজক, পুরোহিত বা অথবতার দিনের বিবাহ ইত্যাদি নিয়ে সমালোচনা। পারিপার্শ্বিকের বিচিত্র জীবন থেকে ভ্রাম্যমাণ গায়কদের দল (Jongleurs) এইসব গানের প্রেরণা লাভ করত। এগুলো সাহিত্যমূল্যের দাবী রাখে না, বুদ্ধিনিষ্ঠ শিল্পচাতুর্যেরও অভাব,[৩] সবচাইতে বেশি যা চোখে পড়ে তা হচ্ছে আক্রমণের তীব্র প্রকাশের সুর।

ব্যঙ্গসাহিত্য তার সত্যিকার রূপ ধরে যখনও দাঁড়িয়ে ওঠেনি, শুধু একটি আকার ধরে উঠছে মাত্র, সেইযুগে Beast epic নামের এক শ্রেণীর রচনাতেও তার সম্ভাবনার লক্ষণ চোখে পড়ে। এগুলি এক ধরণের রূপক কাহিনী, যাতে চরিত্রগুলি পশুপাখি হয়েও আদব-কায়দা, চাল-চলন, ব্যবহার ইত্যাদিতে মানবসুলভ। মধ্যযুগে এ-জাতীয় রচনায় সেরা চরিত্রহিসেবে শঠ ধূর্ত এক শেয়াল — Reynand the fox. Aesop প্রভৃতির Fable গুলো থেকেই হয়তো এ-জাতীয় রচনার প্রেরণা এসে থাকতে পারে। বিশেষতঃ তাঁর The fox and the sick lion গল্পটির কথা ত এই প্রসঙ্গে খুবই মনে হয়। মধ্যযুগের সর্বপ্রথম Beast epic টি Ecbasis Captivei (The Prisoners Escape) ল্যাটিন ভাষায় যতদূর সম্ভব ৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে রচিত হয়েছিল। ফরাসী এবং জার্মান ভাষাতেও এ-জাতীয় Beast epic - এর সন্ধান মেলে। Reynard the fox - এ দেখি আমরা সে-যুগের চার্চের প্রতিনিধি-রূপে, Ysengrim the Wolf প্রভাবান্বিত ব্যারণদের এবং Noble the lion - রাজার প্রতিনিধি রূপে চিত্রিত হয়েছে। সে-যুগের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি বা মানব-প্রকৃতির নানা দিক সমালোচনা-প্রসঙ্গে এতে ব্যঙ্গ-সাহিত্য সৃষ্টিকলা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

বিচার করে দেখা গেলে দেখা যাবে প্রাচীন যুগের Early Comedy - গুলোতেও এই প্রয়োজন কিঞ্চিৎ পরিমাণে মিটিয়েছে। Satyr-play জাতীয় রচনাপ্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই এইComedy গুলোর কথা বলা হয়েছে। সে-জাতীয়

৩। "The Satire in the Fabliaux is directed mainly against women, the Clergy and marriage ..... They dealt chiefly with the stock-situations and characters of the martial triangle -- the gullible husband, the scheming, fathless wife, and popingay lover." The Std. Dictionary of Folklore, Vol.1.

এতে অনেক পরিমাণে চরিতার্থ হয়েছে। এগুলোতে ছিল নারী, ধর্মযাজক, পুরোহিত বা অসমতার দিকের বিবাহ ইত্যাদি নিয়ে সমালোচনা। পারিপার্শ্বিকের বিচিত্র জীবন থেকে ভ্রাম্যমান গায়কদের দল (Jongleurs) এইসব গানের প্রেরণা লাভ করত। এগুলো সাহিত্যমূল্যের দাবী রাখে না, বুদ্ধিদীপ্ত শিল্পচাতুর্যেরও অভাব, সবচাইতে বেশি যা চোখে পড়ে তা হচ্ছে আক্রমণের তীব্র প্রকাশের সুর।[৩]

বাংলাসাহিত্য তার সাহিত্যের রূপ নিয়ে যখনও দাঁড়িয়ে ওঠেনি, শুধু একটি ভাষার রূপ উঠেছে যায়, সেইযুগে Beast epic জাতের এক শ্রেণীর রচনাকেও তার সাহিত্যের লক্ষণ চোখে পড়ে। এগুলি এক পশুদের রূপক কাহিনী, যাতে চরিত্রগুলি পশুপাখি হলেও মানব-বাসনা, চাল-চলন, ব্যবহার ইত্যাদিতে মানবতুল্য। মধ্যযুগে এ-জাতীয় রচনার বহুলীয় চরিত্রহিসেবে শিয়াল ধূর্ত এবং লোভী — Reynand the fox Aesop প্রভৃতির Fable গুলো সেকালেই হয়ত এ-জাতীয় রচনার প্রেরণা এনে থাকতে পারে। বিশেষতঃ তাঁর The fox and the sick lion গল্পটির কথা ত এই প্রসঙ্গে খুবই মনে হয়। মধ্যযুগের সর্বপ্রথম Beast epic টি Ecbasis Captivei (The Prisoners Escape) ল্যাটিন ভাষায় দশম শতক ৯৩০ খ্রীস্টাব্দের দিকে রচিত হয়েছিল। ফরাসী এবং জার্মান ভাষাতেও এ-জাতীয় Beast epic - এর সন্ধান মেলে। Reynard the fox - তে দেখি আমরা বন-পশুর চাতুর্য প্রতিনিধি-রূপে, Ysengrim the Wolf ক্ষমতাপ্রিয় ব্যারনদের এবং Noble the lion - রাজার প্রতিনিধি রূপে চিত্রিত হয়েছে। বন-পশুর আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি বা মানব-সমাজের নানা দিক সমালোচনা-প্রসঙ্গে এসে ব্যঙ্গ-সাহিত্য সৃষ্টিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

বিচার করে সমগ্র দেখলে দেখা যাবে প্রাচীন যুগের Early Comedy - গুলোতে এই প্রহসন বিশেষ পরিমাণে মিশিয়েছে। Satyr-play জাতীয় রচনাগুলোকে ইতিপূর্বেই এই Comedy গুলোর সূচনা বলা হয়েছে। বন-জাতীয়

৩। "The Satire in the Fabliaux is directed mainly against women, the Clergy and marriage ..... They dealt chiefly with the stock-situations and characters of the martial triangle -- the gullible husband, the scheming, fathless wife, and popingay lover." Std. Dictionary of Folklore, Vol.1.

বিকাশপর্বেও, বহুলেখক গ্রীক-রোমান পর্বের ক্লাসিক সাহিত্যের Aristophanes, Menander, Lucilius, Horace, Juvenal প্রভৃতির মধ্যে প্রেরণা খুঁজেছেন। এঁরা কেউই অঙ্কুরোদ্গম-যুগের নয়। বলা চলে এঁরা ব্যঙ্গ-সাহিত্যের স্রষ্টা। কিন্তু ক্লাসিক-যুগের বহু পরবর্তীকালে য়ুরোপের অপেক্ষাকৃত আধুনিক শক্তিমান ব্যঙ্গকারদের আবির্ভাবের পূর্বে তাই এর স্বল্প-সম্ভাবনা খুঁজতে হয় নানা দুর্বল ও অপরিণত শ্রেণীর রচনায়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ফ্রান্সীয় অঞ্চলের Troubadour বলে পরিচিত গায়কদের গানে এবং তারও আগেকার ল্যাটীন-স্পেনীয়-আরবীয় সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় সৃষ্ট Primitive Native songs গুলিতেও এই ব্যঙ্গ-মানসের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

আসলকথা এই যে, ব্যঙ্গ-সাহিত্যের সে অনুকূল যুগ অঙ্কুরোদ্গমের কাল। সেই অর্ধস্ফুট এমন কি অঙ্কুর অধ্যায়ে সে-জাতীয় সাহিত্যের একটা ঝাঁপ আভাস হয়তো বা মনে আনা যায়। এযুগে কেবল একটা কাঠামো গড়ে তুলবার প্রাথমিক আয়োজন চলছে; এবং সে-আয়োজনের পশ্চাতেও বৈজ্ঞানিক কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নেই — অনেকটা স্বভাবধর্মেই যেন তার পেছনে ছিল। এবং দেখতে পাওয়া যাবে, এই অঙ্কুর-লক্ষণ সবদেশে সমান-সমান কালে ঘটেনি। কোনও দেশ হয়তো এগিয়ে গিয়েছে, অন্য দেশ পেছন হতে এসেছে পরে। এবং আধুনিক সংজ্ঞাগত অর্থে সেই-সব রচনাকে সুস্পষ্টভাবে ব্যঙ্গ-সাহিত্য বলে উল্লেখ করাও চলে না।

আমাদের দেশের কথাও এই প্রসঙ্গে চিন্তা করে দেখা যাক। ব্যঙ্গ-প্রকৃতির বীজ যে আমাদের স্বভাবের মধ্যেও নিহিত ছিল তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। শুধু যে প্রাচীন য়ুরোপীয় জীবনেই ছিল এই অঙ্কুর-সম্ভাবনা, সে-কথা সত্য নয়।

আমাদের জাতীয় স্বভাবেও যে- ব্যঙ্গ-সাহিত্য-লক্ষণের সম্ভাবনা সুপ্ত ছিল তার প্রমাণ হিসেবে প্রথমেই উদ্ধার করা যেতে পারে ঋগ্বেদের সেই বিখ্যাত

ভেক্-স্তোত্রটির কথা। কথাপ্রসঙ্গে বলা যায়, ব্যাঙ বা ভেক-কে বৈদিক আচার্যগণ ব্যঙ্গ প্রয়োজনে যে নির্বাচন করেছিলেন, তার সাথে য়ুরোপীয় ব্যঙ্গকার Aristophanes-এর ব্যঙ্গভাবনারও একটা মিল দেখা যায়। মনোধর্মের এই মিল লক্ষণীয়। Aristophanes Homeric বীরদের ব্যঙ্গ করবার প্রয়োজনে লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত রচনা The Frog. বেদের বিখ্যাত ভেক্-স্তোত্রটি সম্পর্কিত আলোচনায় ঐতিহাসিক সুস্পষ্টকণ্ঠে বলেছেন, 'All this sounds immensely funny, and almost generally the song was looked upon by sholars as a parody on the sacrificial songs and malicious satire agianst the Brahmans".[4]

পাশ্চাত্যপ্রভাবে অতর্কিতে আমাদের ব্যঙ্গ-সাহিত্যের বিকাশ ঘটেনি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে তার ক্ষীণ সংকেত ও সুদূর ইঙ্গিত যে পাওয়া যায়, তা স্বীকার করতেই হবে। সংস্কৃত সাহিত্যের নীতিমূলকতাসূত্রেও ব্যঙ্গভাবনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলিতে নানা শ্রেণীর মানব-স্বভাবচিত্রণ উপলক্ষে মানুষের প্রচুর আচরণের ভণ্ডামি, নির্লজ্জতা, স্বার্থপরতা, লোভ, অসংযম, লাম্পট্যের চিত্র ফুটেছে। য়ুরোপীয় Fable গুলোয় যেমন তেমনি পঞ্চতন্ত্রেও ব্যঙ্গভাবনার পদসঞ্চার ঘটেছিল। ধূর্ত বায়স, লোভী শৃগাল, বুদ্ধিহীন পশুরাজ, স্বৈরাচারী বাঘ, নির্বোধ লোভী ব্রাহ্মণ, অসতী স্ত্রী — ইত্যাদির স্বভাব-প্রবৃত্তি, ব্যবহার, কথাবার্তা, ছলাকলা গুলির রূপায়ণ আশ্রয় করে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে বলা যায়। এমন কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও সাধিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের অসাধারণ কবি ভর্তৃহরির নীতিশতক, বৈরাগ্যশতক, শৃঙ্গারশতক প্রভৃতিরচনাগুলি, সোমদেবের কথা সরিৎ সাগর, কাশ্মীরের বিখ্যাত পণ্ডিত কবি ক্ষেমেন্দ্রের 'সময় মাতৃকা', দণ্ডীর দশকুমার চরিত এবং পরবর্তী অনেক লেখকের প্রহসনগুলিতে প্রশংসনীয় ব্যঙ্গ-মাধুর্যের অবতারণা করা হয়েছে। বাস্তবের ফ্রেমে আঁটা জাতক-কাহিনীর গল্পগুলি আশ্রয় করে বৌদ্ধভিক্ষুদের ধর্মীয় জীবনযাপনার পাশাপাশি ভণ্ডামি-শৈথিল্য এবং ঈর্ষা প্রলোভনের চিত্রও কম ফোটে নি। এগুলির মধ্যে

৪। A History of Indian Lit.(1927), M. Winternitz, P-110.

প্রশংসনীয় ব্যঙ্গ-রসের স্ফুরণ-সম্ভাবনা ছিল। চর্যাপদেরও ব্যঙ্গ-ভাবনা আছে। মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বাস্তব উপাখ্যান পরিবেশন নৈপুণ্যের সাথে-সাথে বুদ্ধিচাতুর্য (wit)-মণ্ডিত কিছু কিছু ব্যঙ্গ-লক্ষণও সুপরিস্ফুট। ভাঁড়ু দত্ত, মুরারী শীল প্রভৃতি চরিত্রগুলির চিত্রণে ব্যঙ্গ-কৌতুকাক্ত রসের অবকাশ আছে। নবাবী আমলের নানা উৎকট অনাচার-অবিচার , অসঙ্গতি-অসামঞ্জস্য, মুসলমান ফকিরদের নানা খেয়াল-বাতিক ও উৎকেন্দ্রিকতা ইত্যাদি ক্ষুরধার-ভাষায় চিত্রিত হয়েছে। চৈতন্যচরিতামৃত জাতীয় জীবনী-গ্রন্থগুলিতে অলৌকিক ধর্ম-চর্চা ইত্যাদি বর্ণনার পাশাপাশি বিধর্মীদের উদ্দেশে নানা কটু-কাটব্য, শ্লেষ-বিদ্রূপ ইত্যাদির পরিচয় পাই। এই প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস-কাশীরাম দাসের রামায়ণ- মহাভারতের কথাও মনে জাগা স্বাভাবিক। রামায়ণ কাহিনী বর্ণনার মধ্যে কৃত্তিবাস দশরথের ব্যক্তিত্বহীনতা পরশুরামের হরধনু ভাঙ্গার প্রচেষ্টায় নাজেহাল হওয়ার কাহিনী অথবা অশোকবনে ধৃত হনুমান-কর্তৃক রাবণের নিন্দার অংশটিকেও আমরা মনে আনতে পারি। মহাভারতের বাংলা অনুবাদেও ধৃতরাষ্ট্রের ধৃতরাষ্ট্রের নির্বোধ পিতৃস্নেহ , দুর্যোধনের অবিমৃষ্যকারিতা, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা, দ্রুপদ-রাজার গরুহরণ প্রভৃতি নিয়ে ইতস্তত ব্যঙ্গ-কৌতুকের নজির পাওয়া যায়। বাঙালীর লৌকিক সাহিত্যে, নানা ছড়া — পাঁচালী, গান-পালা, ধর্ম বা বিবাহ-উৎসব-উপলক্ষে গীত মেয়েলি সঙ্গীতে, হাসি-ঠাট্টা, রঙ্গ-মস্করায়, রূপকথা-উপকথা বা প্রবাদে সর্বত্রই এই ব্যঙ্গমানসের সন্ধান মেলে। প্রাণের উচ্ছলতা ও স্বভাবধর্মের ঐকান্তিকতা থেকেই এগুলির সৃষ্টি। এগুলিকে সুস্পষ্ট অর্থে ব্যঙ্গ বলা যায় না। তবে ব্যঙ্গ-ধর্মের অনেকটা অনুকূল বৈশিষ্ট্যগুলি — তিরস্কার বা ভর্ৎসনা (Invective), তীব্র আক্রমণ মূলক বিদ্রূপ (Lampoon) পরিহাস (Ridicule), বজ্রাঘাত (Irony) ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়।

.....